



বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়





বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

সম্পাদনায়

সুকল্যান বাছাড়
সিনিয়র কিউরেটর

মাসুদুর রহমান
কিউরেটর

মোঃ কায়ছার আব্দুল্লাহ
সহকারী প্রোগ্রামার

মোঃ হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
সহকারী কিউরেটর (চলতি দায়িত্ব)

রবিন বসাক
আর্টিস্ট

প্রকাশক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রকাশকাল

জুন ২০২৫

যোগাযোগ:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০৯

ইমেইল- infonmst@gmail.com

ওয়েবসাইট- www.nmst.gov.bd

মুদ্রণ

অ আ প্রিন্টার্স
প্লট-৫, রোড-১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬



মহাপরিচালকের বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রায় পৃথিবী আজ বহুমাত্রিক ধারায় সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শ্রোতধারায় সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে কাজে লাগিয়ে এবং উদ্ভাবনী চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করে মানুষ তার সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এনেছে অভাবনীয় উৎকর্ষতা। মানুষের জীবনযাত্রা আজ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় অনেক বেশি সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থী, তরুণ বিজ্ঞানী ও জাদুঘর দর্শনার্থীদের সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিজ্ঞান জাদুঘর সমগ্র দেশজুড়ে এর কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। পাশাপাশি বছরব্যাপী বিজ্ঞান জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনী ও দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে এবং বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ও প্রসারকল্পে প্রতিনিয়ত দেশের নানা প্রান্তে আয়োজন করা হয় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানসেবী ক্লাব ও সংগঠনের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সারা দেশে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন, বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্যাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘর মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘর বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুঘরের সেবাসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। জাদুঘর প্রদর্শনের লক্ষ্যে দর্শনার্থীদের জন্য অনলাইন টিকেট চালু করা হয়েছে। ভার্চুয়াল মিউজিয়াম উন্মুক্ত করা হয়েছে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য।

এই সংস্থার সকল কার্যক্রমের প্রতিফলন ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুনীরা সুলতানা এনডিসি

মহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর



সূচিপত্র

১.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিচিতি	৮
১.১. রূপকল্প	৯
১.২. অভিলক্ষ্য	৯
১.৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৯
১.৪. প্রবিধানমালা	৯
১.৫. পরিচালনা পর্ষদ	১০
২.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মৌলিক কার্যাবলি	১০
২.১. গ্যালারি প্রদর্শনী	১১
২.১.১. বহিরাঙ্গন প্রদর্শনী	১১
২.২. শিক্ষা কার্যক্রম	১১
২.৩. প্রকাশনা	১১
২.৪. ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান জাদুঘর ও অবজারভেটরি এবং চতুর্মাত্রিক (4D) মুভি প্রদর্শনী	১১
২.৫. বিজ্ঞান ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম	১১
২.৬. ট্রাস্টি বোর্ডের অনুদান প্রদান কার্যক্রম; এবং	১১
২.৭. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন	১২
৩.০ বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারি পরিচিতি	১২
৩.১. বিভিন্ন গ্যালারির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১২
৩.১.১. ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারি	১২
৩.১.২. শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি	১৪
৩.১.৩. তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি	১৬
৩.১.৪. মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি	১৮
৩.১.৫. জীববিজ্ঞান গ্যালারি	১৯
৩.১.৬. মজার বিজ্ঞান গ্যালারি	২১
৩.১.৭. শিশু গ্যালারি	২২
৩.২. নতুন সংযোজিত প্রদর্শনী বস্তুসমূহ	২৪
৩.২.১. পিরিয়ডিক টেবিল	২৪
৩.২.২. Decimal to Binary Number Conversion System	২৪
৩.২.৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নৌকার মডেল	২৫

৩.২.৪. বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটারটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন	২৫
৩.২.৫. চাপ-এর সূত্র	২৬
৪.০ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রমসমূহ	২৬
৪.১. ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী কার্যক্রম	২৬
৪.১.১. বিজ্ঞান বিষয়ক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বস্তু প্রদর্শন	২৬
৪.১.২. মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন	২৬
৪.১.৩. বরগুনায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প	২৭
৪.১.৪. ঠাকুরগাঁওয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প	২৭
৪.২. শিক্ষামূলক কার্যক্রম	২৭
৪.২.১. বিপিএটিসি-এর সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন	২৭
৪.২.২. গোলাপি চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প	২৮
৪.২.৩. বিজ্ঞান সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান নাটিকার আয়োজন	২৮
৪.২.৪. বিজ্ঞান বক্তৃতা	২৮
৪.২.৫. বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার	২৮
৪.৩. বিজ্ঞান জাদুঘরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারের বিবরণ	২৯
৪.৩.১. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে সেমিনার	২৯
৪.৩.২. নৌ-নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে গুরুত্বারোপ	২৯
৪.৩.৩. ডেস্ক নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের কর্তব্য	২৯
৪.৩.৪. পরমাণু বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সেমিনার	৩০
৪.৩.৫. জীববৈচিত্র্য রক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার	৩০
৪.৩.৬. দুর্নীতি দমনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার	৩০
৪.৩.৭. শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক সেমিনার	৩০
৪.৩.৮. সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার	৩০
৪.৩.৯. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা	৩১
৪.৪. সেবার মানোন্নয়ন কার্যক্রম	৩১
৪.৪.১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৩১
৪.৪.১.১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১
৪.৪.২. লার্নিং সেশন	৩১
৪.৪.৩. অংশীজনের সভা	৩১
৪.৫. উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৩১
৪.৫.১. ই-টিকিটিং সেবা চালু	৩২
৪.৫.২. ভার্সুয়াল গ্যালারি চালু	৩২



৪.৫.৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজয়ী খুদে বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান	৩২
৪.৬. অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৩
৪.৬.১. প্রশান্ত সরোবর ও সবুজ ছাতা আধুনিকায়ন	৩৩
৪.৬.২. শিশুদের জন্য খেলার উপকরণ স্থাপন	৩৩
৪.৬.৩. পার্কিং টাইলস দিয়ে রাস্তা নির্মাণ	৩৩
৪.৬.৪. বিজ্ঞানী কর্নার স্থাপন	৩৩
৪.৬.৫. চাইল্ড কেয়ার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন	৩৩
৪.৬.৬. গেটসংলগ্ন গার্ডেনে কাঁচের বেটনী স্থাপন	৩৩
৪.৭. বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন	৩৪
৪.৭.১. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অন্যান্য কর্মসূচি	৩৪
৪.৭.২. মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন	৩৪
৪.৭.৩. জাতীয় শিশু দিবসে বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন	৩৪
৪.৮. প্রকাশনা	৩৪
৪.৯. প্রশাসনিক কার্যক্রম	৩৫
৪.৯.১. নিয়োগ ও পদোন্নতি	৩৫
৪.৯.২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী	৩৫
৪.৯.৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৩৬
৫.০ অন্যান্য কার্যক্রম	৩৬
৫.১. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	৩৬
৫.২. পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কর্মসূচি	৩৬
৫.৩. পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল 'বিজ্ঞান জাদুঘর চত্বর'	৩৬
৫.৪. বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে অনুদান	৩৬
৫.৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ	৩৭
৬.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ	৩৭
৬.১. ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন	৩৭
৬.১.১. বিজ্ঞান মেলা	৩৭
৬.১.২. বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	৩৮
৬.১.৩. বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা	৩৮
৬.১.৪. ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তথ্য	৩৮
৭.০ আগামীর পথচলা	৪০
৮.০ ফটো গ্যালারি	

১.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিচিতি

১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল তদানীন্তন সরকারের নির্বাহী আদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ জাদুঘর কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্যালারিসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু সংযোজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। প্রায় ৫ একর জমিতে ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ মূলে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থী, তরুণ বিজ্ঞানী ও মানুষের সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজবোধ্য করতে বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। মহাকাশের বিপুল সম্ভাবনাময় ও রহস্যময় দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিবছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আওতায় বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদেরকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করছে।



চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর



১.১ একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি
রূপকল্প গঠন করা এ প্রতিষ্ঠানের
রূপকল্প।

১.২ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তুর
মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে
জনপ্রিয়করণ এবং তরণ
অভিলক্ষ্য প্রজন্মকে উদ্ভাবনীমূলক কাজে
উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান
করা এ প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য।

১.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন
প্রাতিষ্ঠানিক মহাপরিচালকসহ সর্বমোট ১৮২টি
কার্ঠামো অনুমোদিত পদে বর্তমানে ১৩৮ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। তন্মধ্যে ৬৫ জন
রাজস্ব পদের এবং ৭৩ জন আউটসোর্সিং
পদের। উপ-পরিচালক, পরিচালক ও
মহাপরিচালক পদ তিনটি প্রেষণে পূরণকৃত।

১.৪ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের
প্রবিধানমালা (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরি
প্রবিধানমালা, ২০১১' প্রণয়ন করা
হয়েছে। এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী
জাদুঘরের নিয়োগ, পদোন্নতিসহ বিভিন্ন
কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

১.৫. পরিচালনা পর্ষদ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক কে সদস্যসচিব করে মোট ১৩ (তেরো) সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। ২০২৩ সালে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ:

ক্র. নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	পদবি
১।	জনাব মোঃ আলী হোসেন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৪।	জনাব ড. মোঃ শৌকত আকবর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, অধিশাখা-১, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬।	অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৭।	অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
৯।	প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
১০।	প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	সদস্য
১১।	অধ্যাপক ড. এ. এ. মামুন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১২।	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আরিফ যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা	সদস্যসচিব

২.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মৌলিক কার্যাবলী :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত ৭টি ভাগে বিভক্ত :

- ২.১. গ্যালারি প্রদর্শনী;
- ২.২. শিক্ষা কার্যক্রম;
- ২.৩. প্রকাশনা কার্যক্রম;
- ২.৪. ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান জাদুঘর ও অবজারভেটরি এবং চতুর্মাত্রিক (4D) মুভি প্রদর্শনী;
- ২.৫. বিজ্ঞান ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম;
- ২.৬. ট্রাস্টি বোর্ডের অনুদান প্রদান কার্যক্রম; এবং
- ২.৭. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন।



২.১. গ্যালারি প্রদর্শনী

জাদুঘরের গ্যালারিগুলো হলো ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারি, মজার বিজ্ঞান গ্যালারি, জীব বিজ্ঞান গ্যালারি, তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি, শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি, শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি, মহাকাশ গ্যালারি, এভিয়েশন গ্যালারি, জীববৈচিত্র্য গ্যালারি এবং (ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি) VR ও ইনোভেশন গ্যালারি। প্রতি শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকাসাপেক্ষে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, রিং নেবুলা, সেভেন সিস্টার, জোড়াতারা ও তারার ঝাঁক পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

২.১.১. বহিরাঙ্গন প্রদর্শনী

বহিরাঙ্গন প্রদর্শনীবস্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিমান, সৌরবাগান, টাইটানিক জাহাজ, প্রশান্ত সরোবর, উইন্ড টারবাইন, ডাইনোসরের ভাস্কর্য, সূর্য ঘড়ি ইত্যাদি।

২.২. শিক্ষা কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞান অনুরাগী শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞান শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে সারাদেশে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ, অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান মেলায় অয়োজন করা হয়।

২.৩. প্রকাশনা

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকা, ত্রৈমাসিক ‘দর্পণ’, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালার গ্রন্থ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করা হয়।

২.৪. ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান জাদুঘর ও 4D (চতুর্মাত্রিক) মুভি প্রদর্শনী

দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জন্য রয়েছে ৫টি মিউজিয়াম বাস, যার প্রতিটি বাসে স্থাপিত ২৪টি প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিষেবা প্রদান করা হয়। বিনোদনের জন্য রয়েছে ৩টি 4D (চতুর্মাত্রিক) মুভি বাস, যেখানে প্রতিটিতে একসঙ্গে ১৫ জন দর্শক 4D মুভি উপভোগ করতে পারে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য আছে ২টি অবজারভেটরি বাস। এ অবজারভেটরি বাসে একটি টেলিস্কোপও আছে, এর মাধ্যমে সন্ধ্যার পর রাতের আকাশে আকাশশ্রেণীদের জন্য চাঁদ, গ্রহ, তারা ও গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

২.৫. বিজ্ঞান ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব রয়েছে। এছাড়া নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাব রয়েছে ২৭০টি। এসব বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান জাদুঘরের সহায়তায় বছরব্যাপী বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর নানা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞানবিষয়ক সভা-সেমিনার, বিজ্ঞান বক্তৃতা, ফেস্টিভ্যাল, ওয়ার্কশপ, কুইজসহ নানা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিযোগিতা; এসব কর্মকাণ্ড যুক্ত হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্মের একটি বৃহৎ অংশ।

২.৬. ট্রাস্টি বোর্ডের অনুদান

বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে বিজ্ঞান জাদুঘর, ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট’ থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞানসেবী সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগার সমৃদ্ধকরণে, বিজ্ঞানবিষয়ক নানা কার্যক্রম পরিচালনায় এবং বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে এসব অনুদান প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবগুলো যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও জনপ্রিয়তার প্রসার ঘটছে। ধধ

২.৭. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ বিজ্ঞান জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত একটি জাতীয় উৎসব যা বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হলো সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ সাধারণত বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, সেমিনার এবং অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

৩.০ গ্যালারিসমূহের পরিচিতি

অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান চেতনাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বাসগুলোতে সর্বমোট ৫১৯টি বিজ্ঞানবিষয়ক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। পৃথক পাঁচটি মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের সবগুলো গ্যালারিতে দুর্লভ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারভিত্তিক যন্ত্রপাতির সংগ্রহ রয়েছে। ১০টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে এসব প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিগুলো হচ্ছে : (১) ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারি; (২) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি; (৩) তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি; (৪) জীববিজ্ঞান গ্যালারি; (৫) মজার বিজ্ঞান গ্যালারি; (৬) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি; (৭) শিশু গ্যালারি; (৮) ইনোভেশন গ্যালারি; (৯) এভিয়েশন গ্যালারি; এবং (১০) জীববৈচিত্র্য গ্যালারি। পরিদর্শনের জন্য প্রচলিত টিকিটের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩.১. গ্যালারিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.১.১. ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারি

ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারি যা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এই গ্যালারির মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও সাধারণ দর্শনার্থীদের ভৌত বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করানো সম্ভব হয়েছে। এই গ্যালারি মূলত ভৌতবিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (যন্ত্রপাতি ও উপকরণ) দিয়ে গঠিত একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। এখানে নিউটনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র, ভরবেগের স্থানান্তর, টরিসেলির পরীক্ষা, তড়িত-চুম্বক, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বয়েলের সূত্র, চাপের সূত্রসহ সর্বমোট ৪০ টি প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ভৌতবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নানা চার্ট ও তথ্যচিত্র।

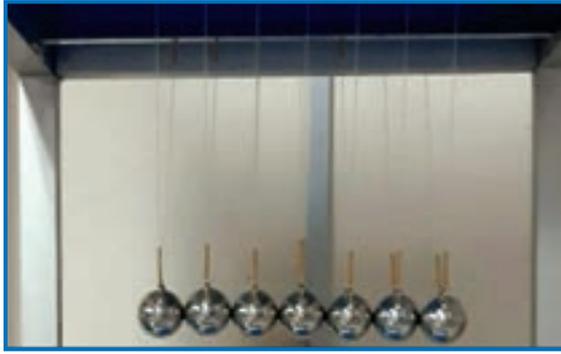
ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

১. নিউটনের প্রথম গতিসূত্র	২. ভরবেগের সংরক্ষণ
৩. ফ্লেচারের রেলগাড়ী (নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্র)	৪. নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র
৫. কেন্দ্রাতিগ বল	৬. বয়েলের সূত্র
৭. চাপের সূত্র	৮. সাম্যাবস্থা
৯. পেরিস্কোপ	১০. কক্ষ তাপমাত্রায় পানির স্ফুটন
১১. বায়ুশূন্য স্থানে শব্দ	১২. নিজের সাথে ভোজন
১৩. আপাত বিরুদ্ধ মাধ্যাকর্ষণ	১৪. পিথাগোরাসের উপপাদ্য
১৫. চাকার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৬. বৃত্তাকার গতির তরঙ্গ গতিতে রূপান্তর
১৭. টাচ দ্য ফুট	১৮. স্থিরতাড়িত বিদ্যুৎ
১৯. বৈদ্যুতিক চুম্বক	২০. টেসলা কুন্ডলী
২১. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন	২২. বৈদ্যুতিক ঘণ্টা
২৩. এনামোরফোসেস	২৪. থার্মোমিটার সেট
২৫. টরিসেলির পরীক্ষা	২৬. নিউটনের বর্ণচক্র



২৭. সিনেমাঙ্কোপ	২৮. ভরের ধাঁধাঁ
২৯. অধিবৃত্তীয় বিদারণ	৩০. সংক্ষিপ্ততম-সময় বক্ররেখা
৩১. কোনটি গড়িয়ে আগে পড়ে	৩২. দর্পণের খেলা-১
৩৩. অসীমে উঁকি	৩৪. দর্পণের খেলা-২
৩৫. কুদরাত-ই-খুদা কর্ণার	৩৬. বোস কর্ণার
৩৭. তরঙ্গ দোলক	৩৮. সমব্যাপ্তী দোলন
৩৯. ব্যতিচার ও অপবর্তন	৪০. আজ্ঞাবাহী ছোট বর্তুল

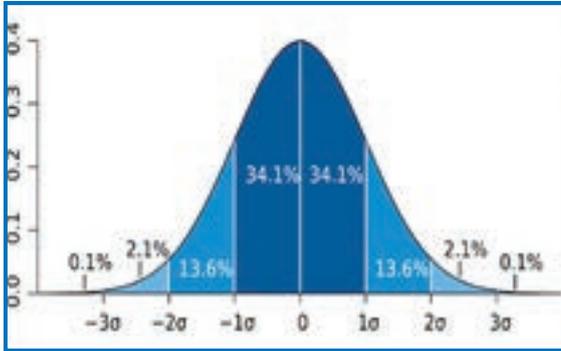
ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



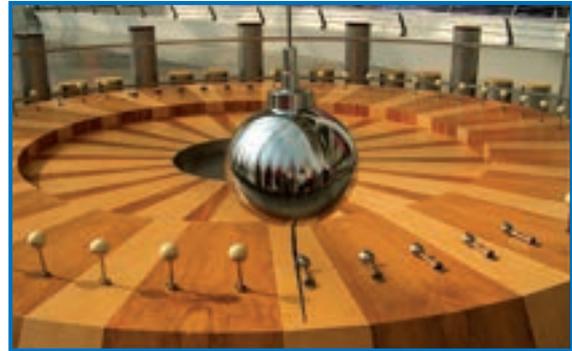
চিত্র: ভরবেগের স্থানান্তর



চিত্র: তরঙ্গ দোলক



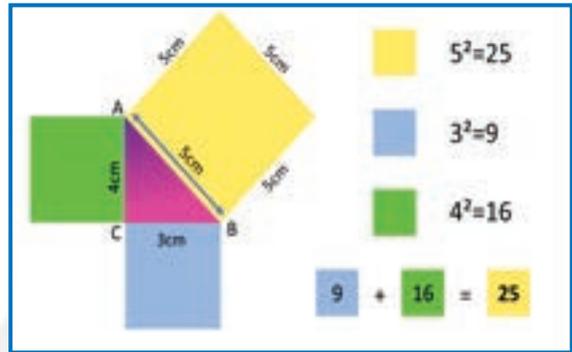
চিত্র: সম্ভাব্যতা বক্ররেখা



চিত্র: ফুকোর দোলক



চিত্র: তড়িৎ চুম্বক



চিত্র: পিথাগোরাসের উপপাদ্য

ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	মোঃ মশিউর রহমান গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	মোঃ রাসেল-আল-মামুন গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

৩.১.২. শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের একটি অংশ হলো শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি। এখানে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধরনের শিল্প এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। এই গ্যালারিতে ৬৮টি প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে, যা দর্শকদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে। শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারির প্রধান আকর্ষণগুলো হলো প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধরনের শিল্পকর্ম ও প্রযুক্তি, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি যা শিল্পের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির বিবর্তন প্রদর্শন করে। এটি শিক্ষার্থী ও সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান, যেখানে তারা হাতে-কলমে বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারে।

শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

১. হার্ডিঞ্জ ব্রীজের মডেল	২. বহু পুরাতন মুদ্রণযন্ত্র
৩. গ্রামোফোন	৪. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
৫. পুরাতন বিমানের ইঞ্জিন	৬. লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা
৭. বায়ুশক্তি	৮. ভিসিআর
৯. আদিবাসী ধূমপান যন্ত্র	১০. কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি
১১. লাইনো কম্পোজ মেশিন	১২. জেট ইঞ্জিন মডেল (টার্বোপ্রব)
১৩. পেট্রোল ইঞ্জিনের মডেল	১৪. ডিজেল ইঞ্জিনের মডেল
১৫. বাষ্প ইঞ্জিন (বয়লার)	১৬. অগ্নি নির্বাপক
১৭. চাপমান যন্ত্র (ব্যারোগ্রাফ)	১৮. জাইরোকম্পাস
১৯. ডেরকা প্রদর্শন	২০. ছোট ডুবোজাহাজ
২১. প্রথম ও তৃতীয় বিটিভির ক্যামেরা	২২. ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ
২৩. পুরাতন বেতার গ্রাহক সেট	২৪. বুলন্ত সেতু
২৫. চট্টগ্রাম ইম্পাত কারখানার মডেল	২৬. জীবন ভেলা
২৭. জীবন তরী	২৮. কাগজ কলের মডেল
২৯. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র (ফ্যাডোমিটার)	৩০. ওয়ারলেস
৩১. রাডার প্রদর্শন এবং এন্টেনা	৩২. মুদ্রণ যন্ত্র
৩৩. পাতক	৩৪. ওয়াংকেল ইঞ্জিন
৩৫. মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের মডেল	৩৬. চট্টগ্রাম টি.এস.পি. ফ্যাক্টরীর মডেল
৩৭. চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার মডেল	৩৮. লাইফ বোট রেডিও
৩৯. আবহাওয়া অনুলিপি	৪০. কপিকল
৪১. অটো পেট্রোল সাবমেরিন	৪২. সৌর শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন



৪৩. ঢাকা ও অক্ষদণ্ড	৪৪. কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মডেল
৪৫. টেলিগ্যাস	৪৬. ইঞ্জিন এয়ারটুবার
৪৭. ভিডিও ক্যামেরা	৪৮. ডিভিডি
৪৯. স্পট লাইট ক্যামেরা	৫০. বায়ুকল
৫১. চৌম্বকীয় ভাসমান রেলগাড়ি	৫২. মেট্রোরেল স্টেশন মডেল
৫৩. বাংলাদেশের শিল্প কারখানার মানচিত্র	৫৪. এমোনিয়া ব্রু-প্রিন্ট মেশিন
৫৫. রোটোরি প্রিন্টিং ডাইং মেশিন	৫৬. ফটোস্ট্যাট মেশিন
৫৭. ব্যালেন্স টেস্টিং	৫৮. গ্রামোফোন কাম রেডিও
৫৯. পুরাতন ক্যামেরার যন্ত্রাংশ	৬০. ফোরট্রাক স্টেরিওফোনিক
৬১. প্রোজেকশন ল্যাম্প	৬২. স্পুল রেকর্ডার
৬৩. ভিডিও ক্যামেরার চেইন	৬৪. নৌযান সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৬৫. জাহাজের কম্পাস	৬৬. লোরান-সি
৬৭. ডেক ওয়াচ	৬৮. ডাইভিং সেট

শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



চিত্র: কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মডেল



চিত্র: পুরাতন বেতার গ্রাহক সেট



চিত্র: জেট ইঞ্জিন মডেল



চিত্র: কাগজ কলের মডেল



চিত্র: ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ



চিত্র: গ্রামোফোন

শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	মোঃ আব্দুল মাজেদ সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

৩.১.৩. তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির অবদান সুদূরপ্রসারী। তথ্যপ্রযুক্তির মৌলিক আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে দর্শনার্থীদের ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০১ সালে বিজ্ঞান জাদুঘরে তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারি স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে কম্পিউটারের বিবর্তন তুলে ধরাসহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাথে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো হয়। এই গ্যালারি মূলত বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার থেকে শুরু করে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিয়ে গঠিত একটি সংগ্রহশালা। এখানে আইবিএম ১৬২০, ১৪০১, ৩৭০, ৪৩৩১, অ্যানালগ কম্পিউটার, হানিওয়েল ডিপিএস-৬, আইবিএম পিসিসহ বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রদর্শিত হচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নানা চার্ট ও তথ্যচিত্র।

তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুগুলো হলো-

১. এনালগ কম্পিউটার	২. বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার
৩. সিপিইউ	৪. মেইনফ্রেম কম্পিউটার
৫. লাইন প্রিন্টার	৬. আইবিএম ৪৩৩১
৭. কার্ড পাঞ্চ মেশিন	৮. রঙের মিশ্রণ
৯. লজিক গেইট	১০. কম্পিউটারের ঐতিহাসিক বিবর্তন
১১. দশমিক থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর	১২. আইবিএম ১৪০১
১৩. হানিওয়েল ডিপিএস-৬	১৪. আইবিএম ৩৭০
১৫. পার্সোনাল কম্পিউটার (পিসি)	১৬. কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ডিসপ্লে বক্স
১৭. ডিসপ্লে বোর্ড	



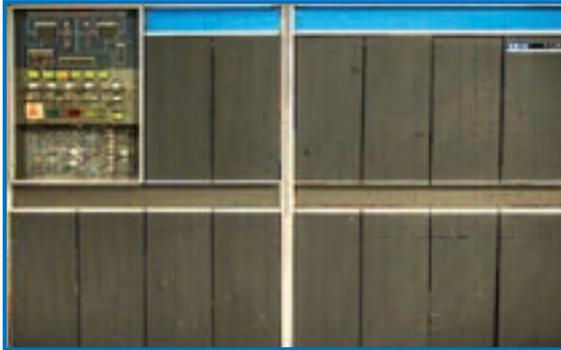
তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



চিত্র: লাইন প্রিন্টার



চিত্র: আইবিএম ৪৩৩১



চিত্র: আইবিএম ১৪০১



চিত্র: বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার



চিত্র: এনালগ কম্পিউটার



চিত্র: মেইনফ্রেম কম্পিউটার

তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	এস. এম. আবু হান্নান সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	মোঃ আরাফাত আলী গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

৩.১.৪. মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি

মহাকাশের অপার রহস্য উন্মোচনে দর্শনার্থীদের আগ্রহী করতে এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা জগৎ সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে বিজ্ঞান জাদুঘরে মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়। এই গ্যালারিতে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ২৩টি প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীর পেছনে থাকা বৈজ্ঞানিক ধারণা ও কার্যপ্রণালী সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীবস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে শব্দের প্রতিফলন, মহাকাশ অভিযান, টর্নেডো, বজ্রপাত, উল্কাপিণ্ড, টেলিস্কোপ, নভোচারীর পোশাক, চন্দ্র-কলা, মহাকর্ষীয় কুপ, ইত্যাদি। কিছু প্রদর্শনী ইন্টারঅ্যাকটিভ বা মডেল-ভিত্তিক যা দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। সার্বিকভাবে, এটি শিক্ষামূলক একটি গ্যালারি যা মহাকাশ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি কৌতুহল জাগায়।

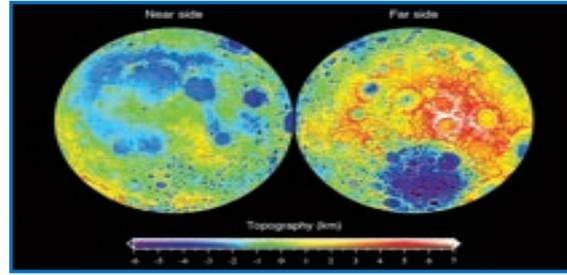
মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

১. সাউন্ড ডিসেস	২. টাইমলাইন অব স্পেস এক্সপ্লোরেশন
৩. স্পেস এজেন্সিস	৪. স্পেস সিকনেস
৫. উল্কাপিণ্ড	৬. মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্রের মডেল
৭. গেজিং দ্যা গ্যাসেস	৮. পাজমা টিউব
৯. চন্দ্র-কলা	১০. নভোচারীর পোশাক
১১. আর্চ ব্রিজ	১২. গ্রাভিটি ওয়েল
১৩. নব্বইয়ের দশকে ব্যবহৃত টেলিস্কোপ	১৪. প্রতিসারক ও প্রতিফলক টেলিস্কোপ
১৫. চাঁদের মানচিত্র	১৬. ম্যাজিক ভিশন
১৭. ঘূর্ণিজল	১৮. অ্যাস্ট্রোকালচার
১৯. বজ্র ঝিলিক ও বজ্র নিনাদ	২০. ঘূর্ণীবাত গঠন
২১. মহাশূন্যে পৃথিবী	২২. অ্যাস্ট্রোনট কাটআউট
২৩. ৪ডি মুভি	

মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



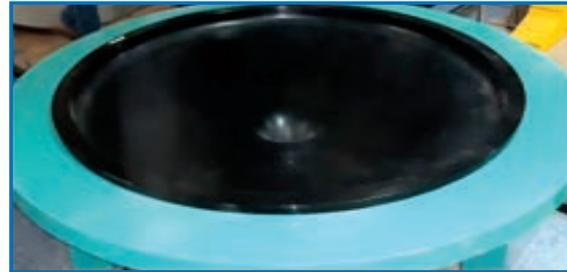
চিত্র: চন্দ্র-কলা



চিত্র: চাঁদের মানচিত্র



চিত্র: ইলেক্টন মাইক্রোস্কোপ



চিত্র: গ্রাভিটি ওয়েল



চিত্র: মহাকাশ পীড়া



চিত্র: গেজিং দ্যা গ্যাসেস



মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	মোঃ তোহিদুল হাসান সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	মোঃ জাহিদুল ইসলাম গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

৩.১.৫. জীববিজ্ঞান গ্যালারি

জীববিজ্ঞানের বিস্তৃত জগৎ সম্পর্কে জানতে বিজ্ঞান জাদুঘরে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ জীববিজ্ঞান গ্যালারি। এখানে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু এবং এর শিক্ষণীয় তথ্যসমূহ সুসজ্জিত রয়েছে, যা দর্শকদের জীবন্ত প্রাণী এবং তাদের গঠন ও জীবনচক্র সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। বিজ্ঞান জাদুঘরের জীববিজ্ঞান গ্যালারিতে বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অণুজীবের মডেল ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও, এখানে বিবর্তন, জেনেটিক্স, বাস্তুবিদ্যা এবং শারীরবৃত্তির মতো জীববিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। গ্যালারিটি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জীববিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী সকলের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্থান।

জীববিজ্ঞান গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

১. তারামাছ	২. ছত্রাক	৩. বনরুই
৪. প্রজাপতি	৫. অ্যামিবার দ্বি-বিভাজন	৬. ফিতাকুমি
৭. শিলাচক্র	৮. লাক্ষা (LAC)	৯. তক্ষক
১০. হোমোসেপিয়েন্স	১১. কাঠের জীবাশ্ম	১২. অস্ট্রা লেপিথিকাস
১৩. হোমো ইরেকটাস/ জাভা মানুষ	১৪. জীববৈচিত্র্য	১৫. ডাইনোসরের দাঁতের জীবাশ্ম
১৬. ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের গিরগিটি	১৭. থানাইট	১৮. বাজ পাখি
১৯. রাজ কাঁকড়া	২০. স্কুইলা	২১. মায়া হরিণের মাথা
২২. নেরিটা আলবিছিল্লা	২৩. অক্টোপাস	২৪. চোলা পুঁটি
২৫. কাকিলা	২৬. অ্যাম্ফিউমা	২৭. কাঁটায়ুক্ত টারবোট
২৮. গলদা চিংড়ি	২৯. বৃশ্চিক	৩০. অ্যাসিডিয়া
৩১. মসৃণ লেজযুক্ত তুর্কিমাছ	৩২. ডায়াপটোমস	৩৩. গারমাছ
৩৪. জংলা মাছ	৩৫. লায়ন ফিস	৩৬. অ্যানোফিলিস মশা
৩৭. সিলাগো	৩৮. পাম্পাস	৩৯. মেলানিয়া টিউবারকিউলাটা
৪০. র্যাট ফ্লিয়া	৪১. এডিস মশার জীবনচক্র	৪২. সী-ফেদার
৪৩. হাইড্রোফিস	৪৪. পাতি সমুদ্র ঘোড়া	৪৫. ঝিনুকের মুক্তা
৪৬. জেলী ফিস	৪৭. পাতিকাক	৪৮. ক্যামেলিয়ন
৪৯. কুনোব্যাঙের জীবনচক্র	৫০. খুটি হাঙ্গর	৫১. বন বিড়াল
৫২. রাজা	৫৩. আপেল শামুক	৫৪. টিকটিকি
৫৫. ঘড়িয়াল	৫৬. গুইসাপ	৫৭. অঞ্জলী
৫৮. কাঁকড়া	৫৯. সাইনাপটুরা	৬০. কচ্ছপ
৬১. মাছি	৬২. সালামান্ডার	৬৩. হাইড্রার অনুদৈর্ঘ্য ছেদ
৬৪. ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন	৬৫. প্যারামেসিয়াম	৬৬. ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ

৬৭. খরগোশের ব্যবচ্ছেদ	৬৮. ইন্টারফেজ দশা	৬৯. প্রারম্ভিক প্রোফেজ পর্যায়
৭০. মধ্য প্রোফেজ পর্যায়	৭১. লেট প্রোফেজ পর্যায়	৭২. প্রোমেটাফেজ
৭৩. মেটাফেজ	৭৪. প্রারম্ভিক অ্যানাফেজ পর্যায়	৭৫. অ্যানাফেজ পর্যায়
৭৬. টেলোফেজ পর্যায়	৭৭. AIDS ভাস্কর্য	৭৮. বাইম মাছ
৭৯. প্রবাল	৮০. চ্যাপ্টামাছ	৮১. রিটা মাছ
৮২. স্পঞ্জ	৮৩. সজারু মাছ	

জীববিজ্ঞান গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



চিত্র: বৃশ্চিক/বিচছু



চিত্র: নেরিটা আলবিহিলা



চিত্র: বনকই



চিত্র: অক্টোপাস



চিত্র: পাখনা তিমির কঙ্কাল



চিত্র: কাঠের জীবাশ্ম



জীববিজ্ঞান গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	মুমিনুর রশীদ সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

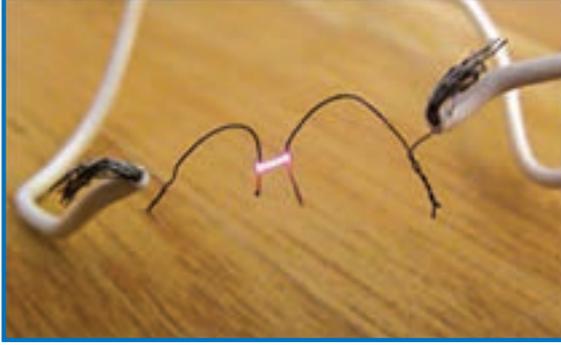
৩.১.৬. মজার বিজ্ঞান গ্যালারি

এটি বিজ্ঞানের নানা ধাঁধা এবং মজার প্রদর্শনীবস্তুতে সমৃদ্ধ একটি গ্যালারি। ২০০১ সালে চালু হওয়া এ গ্যালারিতে মোট ৩১টি প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। এসব প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় মজার ছলে হাতে কলমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত করানো সম্ভব হয়েছে। এই গ্যালারিতে ভাসমান চাকতির মাধ্যমে দেখানো হয় চৌম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে কিভাবে একটি চাকতি স্থান পরিবর্তন করে। অসম্ভব মিশ্রণ-এর মাধ্যমে দেখানো হয় তিন ধরণের তরল পদার্থ একত্রে মেশালে সেগুলো কিছু সময় পর আলাদা হয়ে যায়। বায়োস্কোপের নকশার মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে একটি ছবিকে গতিশীল করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চুম্বক কিভাবে তার আকর্ষণধর্ম হারিয়ে ফেলে তা 'ক্যুরী স্থিরাঙ্ক' প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে হাতে কলমে দেখানো হয়। উত্তল দর্পণ ও অবতল দর্পণ এর মাধ্যমে দেখানো হয় মানুষের ছবি অত্যন্ত লম্বা ও খুবই বেটে হয়। ছিন্ন মস্তক প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে একটি মস্তক ছিন্ন অবস্থায় প্রদর্শিত করা যায়। এই গ্যালারি মূলত আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিয়ে গঠিত একটি সংগ্রহশালা।

মজার বিজ্ঞান গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

১. ছিন্ন মস্তক	২. তরলের বর্ণময় আলপনা	৩. রঙিন ছায়া
৪. নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ বিন্দু	৫. অসম্ভব মিশ্রণ	৬. ভাসমান চাকতি
৭. উর্ধ্বমুখী বৈদ্যুতিক আর্ক	৮. সুরেলা টিউব	৯. দুই কানে শোনা
১০. চৌম্বক বলরেখা	১১. ক্যুরি স্থিরাঙ্ক	১২. অলস পতন
১৩. মজার আয়না	১৪. জাদুর কেতলি	১৫. আলো কি দেখা যায়
১৬. শব্দীয় স্থির তরঙ্গ	১৭. ক্যালিডোস্কোপ	১৮. এনিমোরফসিস
১৯. বায়োস্কোপের নকশা	২০. সীবেক সাইরেন	২১. কেওস
২২. দৃষ্টি বিভ্রম	২৩. আইরিস	২৪. অস্থির ববিন
২৫. চৌম্বক শনাক্তকরণ	২৬. ইলেকট্রিক গ্লোব/বৈদ্যুতিক পৃথিবী গোলক	২৭. সাইকেলের উপর মানব কঙ্কলের পা সংগঠন
২৮. বৈদ্যুতিক ঘূর্ণন	২৯. কলম্বাসের টেসলা ডিম	৩০. বিস্ময়কর গতিপথ
৩১. ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর		

মজার বিজ্ঞান গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



চিত্র: উর্ধ্বমুখী বৈদ্যুতিক আর্ক



চিত্র: সীবেক সাইরেন



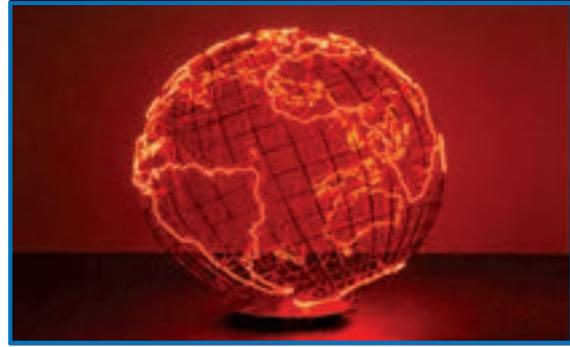
চিত্র: মজার আয়না



চিত্র: অস্থির ববিন



চিত্র: দুই কানে শোনা



চিত্র: ইলেক্ট্রিক গোল

মজার বিজ্ঞান গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	এম.এম. রুবায়েত হোসেন সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	মোঃ গাউছুল আজম গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	



৩.১.৭. শিশু গ্যালারি

শিশু-কিশোরদের আনন্দ দানের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘরে ‘শিশু গ্যালারি’ নামে পৃথক একটি গ্যালারি রয়েছে। এ গ্যালারিতে শিশুদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। যার মাধ্যমে জাদুঘরে আগত শিশু-কিশোর ছাড়াও সকল পর্যায়ের দর্শনার্থীদের বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। এ গ্যালারির ভাসমান বল, ম্যাজিক ক্যামেরা, স্প্রিং এর লক্ষন, অগ্নিশিখা, দৃষ্টিভ্রম, পেরিস্কোপ, পাইপ ফোন, নৃত্যরত ক্লিপ ও লেজার বীনা রয়েছে শিশুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। এ ছাড়াও অন্যান্য সকল প্রদর্শনীবস্তু দর্শনার্থীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

শিশু গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুসমূহ হলো-

১. মজার ক্যামেরা	২. ভাসমান বল
৩. সমব্যর্থী দোলন	৪. স্প্রিং এর লক্ষন
৫. লিসাজু বালি দোলক (দ্বিমুখী স্বাধীনতা)	৬. পাইপফোন
৭. ম্যায়রে প্যাটার্ন	৮. অগ্নিশিখা
৯. পিতামহ ঘড়ি (দাদা ঘড়ি)	১০. উড়ন্ত মানব
১১. দৃষ্টিভ্রম	১২. মজার ফাঁস
১৩. মাকড়সার মস্তক	১৪. পেরিস্কোপ
১৫. জগদীশ চন্দ্র বসু কর্নার	

শিশু গ্যালারির কিছু স্থিরচিত্র



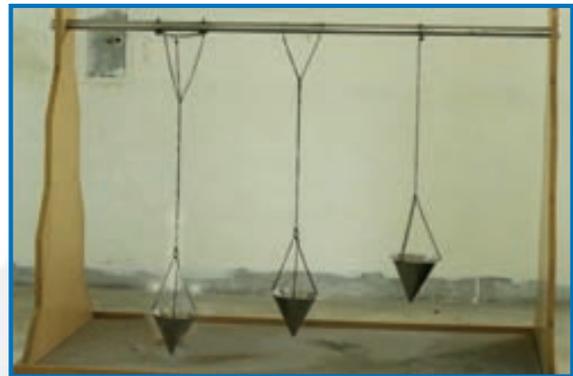
চিত্র: পাইপ ফোন



চিত্র: পেরিস্কোপ



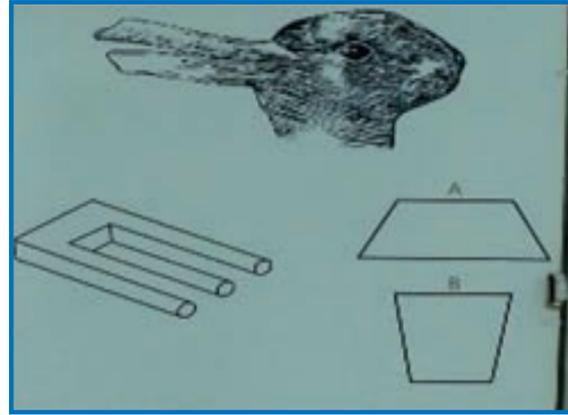
চিত্র: মাকড়সার মস্তক



চিত্র: লিসাজু বালি দোলক (দ্বিমুখী স্বাধীনতা)



চিত্র: স্প্রিং এর লক্ষন



চিত্র: দৃষ্টিভঙ্গম

শিশু গ্যালারিতে দায়িত্বরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ছবি
১.	মোঃ আজিজুল ইসলাম সহকারী কিউরেটর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
২.	জগন্নাথ পাল গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	

৩.২. নতুন সংযুক্ত প্রদর্শনী বস্তুসমূহ

বিজ্ঞান জাদুঘরে চলতি অর্ধবছরে নিম্নোক্ত প্রদর্শনী বস্তুসমূহ নতুন করে যুক্ত হয়েছে :

৩.২.১. পিরিয়ডিক টেবিল

পর্যায় সারণি (Periodic table), যা মৌলের পর্যায় সারণি নামেও পরিচিত, এটি রসায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সারণিতে রাসায়নিক মৌলগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে সারি ('পর্যায়') এবং কলাম ('গ্রুপ') আকারে সাজানো থাকে। বিজ্ঞানের অঙ্গনে, বিশেষ করে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পর্যায় আইনের একটি চিত্ররূপ হচ্ছে এই পর্যায় সারণি; এই আইনে বলা হয় মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে সাজানো হয়, তবে তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একধরনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সারণিতে চারটি আয়তাকার অঞ্চল রয়েছে যেগুলোকে ব্লক বলা হয়। একই গ্রুপের মৌলগুলো একইরকম রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিভ ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম সর্বজনীনভাবে গৃহীত পর্যায় সারণিটি প্রণয়ন করেন। তিনি পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসম্পর্কিত পর্যায় সারণিটি তৈরি করেন। এটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রসায়নের জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে অনুধাবন করতে পারবে।



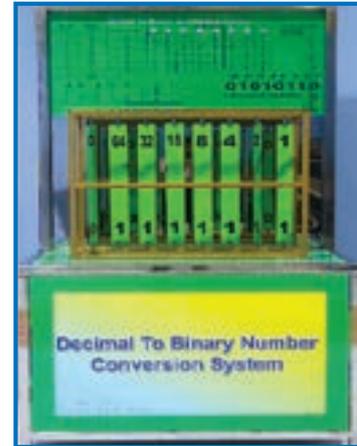
পর্যায় সারণি

PERIODIC TABLE

চিত্র : ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারিতে স্থাপিত পর্যায় সারণি

৩.২.২. Decimal to Binary Number Conversion System

ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য ডেসিমেল নম্বরকে ২ দ্বারা বারবার ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য হয়। ভাগশেষ বা অবশিষ্টকে উলটা দিক থেকে পরপর পাশাপাশি সাজিয়ে বাইনারি নম্বর পাওয়া যাবে। এ প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সহজেই দশমিক থেকে বাইনারি সংখ্যার রূপান্তর সম্পর্কে জানতে পারবে।



৩.২.৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নৌকার মডেল

নৌকা বা নাও এক ধরনের জলযান। পৃথিবীর অনেক দেশে নৌকা, ক্রীড়া (নৌকাবাইচ) এবং প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে নৌকা এখনও স্থানীয় যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। এছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র : নতুন সংযুক্ত নৌকার মডেল কর্ণার

৩.২.৪. বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটারটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন



চিত্র : বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার

IBM 1620 দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল মেইনফ্রেম কম্পিউটার। ১৯৬৪ সালের শেষ চতুর্থাংশে কলোম্বো প্ল্যান এর আওতায় বাংলাদেশের এই অংশে অর্থাৎ ঢাকায় এটমিক এনার্জি সেন্টারে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার স্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন এ অঞ্চলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও আধাসরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই কম্পিউটার থেকে কম্পিউটেশন সুবিধা পেয়েছে। এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ফেরাইট কোর মেমোরি, যার একক ছিল ডেসিমেল ডিজিটাল দশমিক অঙ্ক (০-৯)। সেজন্য এর মোট ধারণক্ষমতা



ছিল মাত্র ৬০০০০ ডেসিমেল ডিজিট। একটি দশমিক পদ্ধতির অঙ্ক ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৬টি বিট বাইনারি ডিজিট। এর মধ্যে ৪টি (০-৯) ধারণ করার জন্য, ১টি parity bit (কম্পিউটারের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য) এবং একটি flag bit (মাত্রা নির্ধারণের জন্য)।

৩.২.৫. চাপ-এর সূত্র

চাপের সূত্র হলো একটি পরীক্ষালব্ধ গ্যাসের সূত্র যা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেয়। চাপের সূত্রের একটি আধুনিক বিবৃতি হলো :

স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ গ্যাসটির পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

সমীকরণটি দেখায় যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের চাপ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। চাপের মূল সূত্রটি হলো :

স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা 1° সেলসিয়াস বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে 0° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ওই গ্যাসটির, যা চাপ ছিল তার $1/273$ অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটবে।

অর্থাৎ,

স্থির আয়তনে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসের 0°C উষ্ণতায় চাপ P এবং উষ্ণতা $t^\circ\text{C}$ বৃদ্ধি করলে গ্যাসটির চাপ হয় P' তাহলে চার্লস-এর সূত্রানুযায়ী,

$$P' = P (1 + t/273)$$



৪.০ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রম

৪.১. ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী কার্যক্রম

৪.১.১. বিজ্ঞান বিষয়ক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শন

ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিজ্ঞান শিক্ষা উৎসাহদানে অনন্য এক প্রচেষ্টা। বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর সারাদেশে বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০টি। এ লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৫৩টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বাসগুলোর মাধ্যমে সারাবছর রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে সংস্থার ৪ (চার) টি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ সমৃদ্ধ মিউজিয়াম বাস, ৩টি মুভি বাস ও ২টি অবজারভেটরি বাস অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এ কার্যক্রমের আওতায় টেলিস্কোপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। দেশব্যাপী এ বিজ্ঞান শিক্ষা কর্মসূচি ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের সমান্তরালে বিজ্ঞান জাদুঘর শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানকে শিক্ষণীয় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্য করে তুলছে, যা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ক্রমাগত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। সারাদেশ থেকে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাদুঘরের এ ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এ কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করবে।

৪.১.২. মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচন করা হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থবিরতা দূর করে সৃজনশীলতা তৈরি করা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রযুক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। বর্ণিত অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৭৫টি টেলিস্কোপ প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

৪.১.৩. বরগুনা জেলায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

বরগুনা সায়েন্স সোসাইটির (বিএসএস) উদ্যোগে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গত ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৩ বরগুনায় এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ১০ জন সদস্যের একটি দল বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত এ '৩য় মহাকাশ ক্যাম্প' উপলক্ষ্যে বরগুনা জেলার পৌর মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী শেষে সন্ধ্যায় বিজ্ঞান জাদুঘরের শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে সকলের জন্য মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শহরের আল-মিজান শপিং কমপ্লেক্সের ১০ তলা ভবনের ছাদে স্থাপন করা হয় ২টি টেলিস্কোপ। বিপুল সমারোহে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিজ্ঞান জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় দুই দিনব্যাপী এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প অংশগ্রহণ করেন বরগুনা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, তরুণ বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও পার্শ্ববর্তী স্কুল-কলেজের প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী। এ কর্মসূচির সঙ্গে আরও আয়োজন করা হয় রোবট প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহাকাশ অলিম্পিয়াড। বরগুনা সায়েন্স সোসাইটি ও বরগুনা জেলা প্রশাসন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৪.১.৪. ঠাকুরগাঁও জেলায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশের অপার রহস্যঘেরা জগৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং দূর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ২০২৪ ঠাকুরগাঁও জেলায় এক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় দুদিনব্যাপী এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প অংশগ্রহণ করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, তরুণ বিজ্ঞানী, গবেষক ও পার্শ্ববর্তী স্কুল-কলেজের প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী। ১৮ এপ্রিল ২০২৪ সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার 'একতা প্রতিবন্ধী লাবলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফাউন্ডেশন পাঠাগার' প্রাঙ্গণে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে এদিন সকলের জন্য মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে স্কুলের পাঁচ শতাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ। পরবর্তীকালে ১৯ এপ্রিল ২০২৪ ঠাকুরগাঁও জেলায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এদিন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের বৃহস্পতি গ্রহ, চাঁদ এবং প্রক্সিমা সেন্টারাইসহ বিভিন্ন নক্ষত্র কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত করা হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থবিরতা দূর করে সৃজনশীলতা তৈরি করা এবং সময়ের সদ্যবহার করে প্রযুক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা।

৪.২. শিক্ষামূলক কার্যক্রম

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ার ব্রত নিয়ে পথচলা জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট রয়েছে। এছাড়া এখানে বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কৌতূহলোদ্দীপক চেতনা সৃজনে বিজ্ঞানবিষয়ক অত্যাধুনিক প্রদর্শনীবস্তু সংযোজন করা হচ্ছে, যা এ কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৪.২.১. বিপিএটিসি-এর সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) ১০৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ গত ২৪.০৮.২০২৩ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা সকলেই ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমপর্যায়ের কর্মকর্তা। এ উপলক্ষ্যে 'Green life Style by Science and Technology' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বক্তারা জ্বালানির অপব্যবহার রোধ, বৈদ্যুতিক বাতির অপচয়রোধ, প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জন, খ্রি আর নীতি বাস্তবায়ন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্যবহার ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন।



৪.২.২. গোলাপি চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

বিগত ২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রাতের আকাশে পিংক মুন দেখা যায়। এটি একটি পূর্ণিমা এবং এই সময়ে চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসায় এটিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল দেখায়। এটিকে গোলাপি চাঁদ বলা হলেও চাঁদের রং কিন্তু গোলাপি হয় না। এই নামটি এসেছে উত্তর আমেরিকার 'ফ্লোর' নামক বুনো ফুল থেকে যা সাধারণত এপ্রিল মাসে প্রস্ফুটিত হয়। মহাজাগতিক এ ঘটনার ব্যাখ্যা এবং নিকট থেকে চাঁদের অবয়ব সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এদিন বিজ্ঞান জাদুঘরে বিশেষ এক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেয় রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সর্বসাধারণ।

৪.২.৩. বিজ্ঞান জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান নাটকের আয়োজন

বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার ছাড়া জাতির অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে তৃণমূল থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত খুব সহজভাবে তুলে ধরতে বিজ্ঞানবিষয়ক নাটকের ভূমিকা অপরিসীম। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী, সাধারণ ছাত্র ও জনমানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়। এতে মানুষ যেমন বিজ্ঞান সচেতন হয়, তেমনি দূর হয় অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। সম্প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে খাদ্যে ভেজাল নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক নাটক অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি পরিবেশনায় ছিল শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে এসব নাটিকা আয়োজন করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল ২০২৪ রাজশাহী মহানগরীর 'ভোর হলো সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়'-এর পরিবেশনায় এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়ুদূষণবিষয়ক 'কালো ছায়া' নামক বিজ্ঞান নাটিকা মঞ্চায়িত হয়।

৪.২.৪. বিজ্ঞান বক্তৃতা

শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান জাদুঘর দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো এ জাতীয় প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান চর্চার সুযোগ তৈরি করা। বিজ্ঞান জাদুঘর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বক্তৃতার পাশাপাশি নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর সহায়তায় দেশব্যাপী এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে এবং উদ্ভাবনী চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবে গত (১৫-০৫-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'বেশি করে মাছ খাও, আইকিউ সমৃদ্ধ জাতি গড়ো' শীর্ষক এক বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

৪.২.৫. বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞান চেতনার প্রসার। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সকল কার্যক্রমের সঙ্গে এ বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের ও বিজ্ঞান জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সহায়তায় এসকল সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২২৫টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনার করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২২৯টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ :

- ◆ সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস;
- ◆ নৌ-নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ◆ কার্বননিঃসরণ হ্রাসে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ◆ পরমাণু বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সেমিনার;
- ◆ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের কর্তব্য;
- ◆ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা;
- ◆ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে সেমিনার;
- ◆ পরিবেশ আইন মান্যতা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;
- ◆ সড়ক উন্নয়ন অভিযাত্রায় আধুনিক বাংলাদেশ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা;
- ◆ সবুজ ও নির্মল জ্বালানি : টেকসই বাংলাদেশ;
- ◆ দুর্নীতি দমনে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নৈতিকতা;
- ◆ শিশু-কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস;
- ◆ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সেমিনার;
- ◆ Green Life Style by Science and Technology; এবং
- ◆ Transforming Society by Robotics Technology.

৪.৩. বিজ্ঞান জাদুঘরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারের বিবরণ

৪.৩.১. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে সেমিনার

বিজ্ঞান জাদুঘর সাধারণ দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে জীবনঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে সভা-সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। সুস্থ থাকার জন্য সুস্বাদু খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস আমাদের জীবনে অতীব জরুরি অংশ। এ বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় : ‘স্বাস্থ্য সচেতনতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা’ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজধানীর নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

৪.৩.২. নৌ-নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে গুরুত্বারোপ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নৌ-নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময়ে করণীয় বিভিন্ন বিষয় সেমিনারের আলোচনায় উঠে আসে। যেমন : ঝড়ের সংকেত জানার জন্য প্রতিটি নৌযানে রেডিও কন্ট্রোল সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। জাহাজ চলাচলকালে পানির গভীরতা তাৎক্ষণিক অবহিত হবার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিভাইস নৌযানে থাকা; ডুবোচরের অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সংকেত প্রাপ্তির প্রযুক্তি ব্যবহার; ঘন কুয়াশায় নৌযানের ফগলাইট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা; তেল চুরিসহ নৌযানের অপরাধ রোধে ‘ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম’ থাকা; নৌযান থেকে নদীতে বা সাগরে বর্জ্য ফেলা বন্ধে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কঠোর মনিটরিং নিশ্চিতকরণ; কোন নৌযান থেকে বর্জ্য ফেলা হলে, তা শনাক্ত তাৎক্ষণিক প্রযুক্তি প্রয়োগ; ঝড়ের সংকেত পাওয়া মাত্র নৌযানগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে আনতে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে সেমিনারে নৌ-নিরাপত্তা প্রকৌশলীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৪.৩.৩. ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের কর্তব্য

আমাদের দেশে বর্ষাকালে ও এর পরবর্তী সময়গুলোতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আমাদের নিজেদের কিছুটা সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে অনেকটাই সহজ করে দিতে পারে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সেমিনারে আলোচনা করা হয়। ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সরকারের উপরে নির্ভরশীল না হয়ে নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ জীবনাচরণে কঠোর অনুশাসন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। তাই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাই এজাতীয় সেমিনারের অন্যতম লক্ষ্য।



৪.৩.৪. পরমাণু বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সেমিনার

বিজ্ঞান জাদুঘর শুধু প্রদর্শনীর জন্য নয়। ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বর্তমানে বিজ্ঞান জাদুঘর নানামুখী কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ ও জনবান্ধব করতে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরে শুধু বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক প্রদর্শনীবস্তু নয়, এতে বিজ্ঞানের আধুনিক উদ্ভাবনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তরুণ বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক ধারণা দেওয়ার জন্য একটি পরমাণু বিজ্ঞান কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞান জাদুঘরে আয়োজিত এ সেমিনারে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিন্ময়কে দর্শনার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের যে প্রয়াস, তা আরও বিস্তৃত পরিসরে সারাদেশে ছড়িয়ে যাবে সেই আশাবাদও ব্যক্ত করেন সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪.৩.৫. জীববৈচিত্র্য রক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী ও তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক অংশীজনের সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এজন্য শুধু আনুষ্ঠানিক সভা, সেমিনার নয়, লাগসই প্রযুক্তি দিয়ে দেশের উন্নতি করতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ নেয়ামুল নাসের। অনুষ্ঠানে তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকরা তাদের উদ্ভাবন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

৪.৩.৬. দুর্নীতি দমনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞান চেতনার প্রসার। বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে বিপিএটিসি-এর সপ্তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্গত নিবন্ধন অধিদপ্তরের ৩৫ জন সাবেক রেজিস্টার বিজ্ঞান জাদুঘর সফরে আসলে তাঁদের জন্য 'ভূমি রেজিস্ট্রেশনে দুর্নীতি প্রতিরোধ : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

৪.৩.৭. শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক সেমিনার

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বলতে সেই ধরনের খাদ্যাভ্যাসকে বোঝায় যা সামগ্রিকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস দেহে অত্যাবশ্যক পুষ্টি যেমন : তরল, বৃহৎ পুষ্টি উপাদানসমূহ, অণু উপাদানসমূহ এবং পর্যাপ্ত খাদ্য শক্তির জোগান দেয়। এজন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাস : বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শেখ মাহতাবুদ্দীন। শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মানুষের খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিপাকতন্ত্রের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খাদ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শরীরে এর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৪.৩.৮. সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে 'পরিবেশ আইন মান্যতা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শীর্ষক এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় আরকাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশাসনসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ৪০ জন কর্মকর্তা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক। সেমিনারে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কারণ, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা সচেতন না হলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

৪.৩.৯. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্পবিপবের ভূমিকা

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪-এর আওতায় গত ১৫ মে ২০২৪ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্পবিপবের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে বিজ্ঞান জাদুঘরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। ‘চতুর্থ শিল্পবিপব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা ৪ আই আর হচ্ছে আধুনিক স্মার্টপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কারণে বাস্তব আর ভারুয়াল জগৎ একাকার হতে শুরু করেছে। ক্লাউস শোয়াবের ভাষায়, “হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার একত্রিত বা একীভূত করে এবং বায়োলজির পারম্পরিক সংযোগ স্থাপন করে উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচলনই হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপব।”

৪.৪. সেবার মানোন্নয়ন কার্যক্রম

৪.৪.১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উলেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো :

- ◆ তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ◆ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা;
- ◆ ‘ডি -নথি’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ◆ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ◆ ই-গভর্ন্যান্স-বিষয়ক প্রশিক্ষণ; এবং
- ◆ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৪.৪.১.১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রকার অভিযোগের কারণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একইসঙ্গে জিআরএস (Grievance Redress System) সফটওয়্যারের ব্যবহার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; বর্তমানে যে-কোনো সরকারি অফিসে অভিযোগ প্রদান এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জিআরএস সফটওয়্যার একটি সহজ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়ে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এজাতীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৪.৪.২. লার্নিং সেশন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক লার্নিং সেশনের আয়োজন করা হয়। দক্ষ প্রশিক্ষকগণ এ প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করেন।

৪.৪.৩. অংশীজনের সভা

অংশীজনের সভার মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘরের সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। অংশীজনের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞান জাদুঘর তার কার্যক্রমে নতুনত্ব আনয়ন করছে প্রতিনিয়ত। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা বিধান করা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা সহজ হয়।

৪.৫. উদ্ভাবনী কার্যক্রম

দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা ও সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে বিজ্ঞান জাদুঘর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উন্নতির নবতর আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে দেশের তরুণ উদ্ভাবক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিবছর নানা উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।



ই-গভৰ্ণাঙ্গ ও উদ্ভাবনী কৰ্মপৰিকল্পনার আওতায় বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের শোকেজিংয়ের আয়োজন করা হয়। নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিজয়ীদের বিশেষ সংবর্ধনাও প্রদান করা হয়।

৪.৫.১. ই-টিকেটিং সেবা চালু

ই-টিকেটিং হলো ইলেকট্রনিক টিকেট বুকিং সেবা। এর মাধ্যমে সাধারণ দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা দেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে-কোনো সময় অনলাইনে অনেক সহজে বিজ্ঞান জাদুঘরের টিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সকল দর্শনার্থীর জন্য ই-টিকেটিং সেবা চালু করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের ওয়েবসাইট www.nmst.gov.bd-এর 'ই-টিকেট অপশন' থেকে খুব সহজেই এ টিকেট সংগ্রহ করা যাবে। এক্ষেত্রে দর্শনার্থীরা এফ্রি টিকেট ছাড়াও চতুর্ভুজিক মুভি শো, ভিআর এবং টেলিস্কোপ পরিদর্শনের জন্য পূর্বেই অনলাইন থেকে নির্ধারিত ফি পরিশোধের মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ করতে পারবে।

৪.৫.২. ভার্চুয়াল গ্যালারি চালু

সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরের অন্যান্য সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল গ্যালারি প্রদর্শনী। বিজ্ঞান জাদুঘরে সরাসরি ভ্রমণ না করেও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সমৃদ্ধ গ্যালারিগুলো পরিদর্শনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এ ভার্চুয়াল গ্যালারিতে। বিজ্ঞান জাদুঘরের ওয়েবসাইটে দেওয়া লিংক থেকে সরাসরি ভার্চুয়াল গ্যালারিতে প্রবেশ করা যাবে। এখানে ভার্চুয়ালি গ্যালারিগুলো পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রদর্শনীবস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা জানার সুযোগ রয়েছে। দর্শনার্থীরা প্রতিটি গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত ভিউ পয়েন্ট লিংক থেকে উক্ত প্রদর্শনীবস্তুর বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে পারবে।

৪.৫.৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজয়ী খুদে বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করে থাকে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড (আইজেএসও) ও আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের (আইআরও) বিজয়ী সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিজয়ীদের এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২০তম আইজেএসও এবং ২৫তম আইআরও বিজয়ী সদস্যদের এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিজয়ী সদস্যদের উৎসাহিত করতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন। পাশাপাশি গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন সৈজুতি রহমান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মুনির হাসান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক।

আইজেএসও দলের বিজয়ী সদস্যরা হলো :

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	ফায়েজ আহমেদ	রাজশাহী গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল
২.	সিরাজুস সালেকিন সামীন	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
৩.	মনামী জামান	ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
৪.	তাসলিমা তাসনিম লামিয়া	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
৫.	শুভাশীষ হালদার	নটরডেম কলেজ
৬.	সাবিল ইসলাম	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

এছাড়া আইআরও দলের বিজয়ী সদস্যরা হলো :

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	জাইমা যাহিন ওয়ারা	উইলিয়াম কেরি একাডেমি
২.	মাহরুজ মোহাম্মাদ আয়মান	নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ

৩.	নাশীতাত যাইনাহ্ রহমান ও ফাতিন আল হাবীব নাফিস	মাস্টারমাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল
৪.	প্রপা হালদার	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ
৫.	মার্জিয়া আফিফা পৃথিবী	সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৬.	সামিয়া মেহনাজ, মাইশা সোবহান ও সাদিয়া আক্তার স্বর্ণা	ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৭.	মিসবাহ উদ্দিন ইনান	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ
৮.	মাশকুর মালিক মোস্তফা	নটরডেম কলেজ
৯.	মাহির তাজওয়ার চৌধুরী	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
১০.	আন নাফিউ ও রুবাইয়্যাৎ এইচ রহমান	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
১১.	নামিয়া রউজাত নুবালা ও খন্দকার শামিল মাহাদি বিন খালিদ	হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

৪.৬. অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.৬.১. প্রশান্ত সরোবর ও সবুজ ছাতা আধুনিকায়ন

বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজে ঘেরা লন চত্বরে স্থাপিত কৃত্রিম টিলা ও ঝরনাধারা নবতর আঙ্গিকে সজ্জিত করে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক আবহ উপভোগ করতে পারবেন।

৪.৬.২. সবুজ লনে শিশুদের জন্য খেলার উপকরণ সংযোজন

শিশুদের বিনোদনের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে রয়েছে বিভিন্ন উপকরণ। জাদুঘরের অভ্যন্তরে পৃথক শিশু কর্নার ছাড়াও বহিরাঙ্গনে রয়েছে স্পাইরাল জোন ও খেলাধুলার নানা উপকরণ।

৪.৬.৩. পার্কিং টাইলস দিয়ে রাস্তা নির্মাণ

বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজ চত্বর ঘুরে দেখার জন্য এর মধ্য দিয়ে পার্কিং টাইলসে মোড়ানো রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ফলজ ও গুঁষধি গাছ। দর্শনার্থীদের জন্য এ প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ ঘুরে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪.৬.৪. বিজ্ঞানী কর্নার স্থাপন

বিশ্বের নানা প্রান্তের স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আজকের পৃথিবী। এসব প্রথিতযশা বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সাধারণ দর্শনার্থীদের ধারণা দিতে বিজ্ঞান জাদুঘরে স্থাপন করা হয়েছে পৃথক একটি বিজ্ঞানী কর্নার। বাংলাদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের নামে এ বিজ্ঞানী কর্নারের নামকরণ করা হয়েছে।

৪.৬.৫. চাইল্ড কেয়ার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন

কর্মজীবী মা ও নারী দর্শনার্থীদের শিশুদের দেখাশোনা ও তাদের সঠিক পরিচর্যার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের নিচতলায় স্থাপন করা হয়েছে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার। বিশেষ করে বিজ্ঞান জাদুঘরের নারী কর্মীদের জন্য এটি অনেক কার্যকর একটি উদ্যোগ।

৪.৬.৬. গেটসংলগ্ন গার্ডেনে কাঁচের বেষ্টনী স্থাপন

বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রশাসনিক গেট ও গ্যালারি গেটসংলগ্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান। বাগানের সুরক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের অংশ হিসেবে এর চারপাশে কাঁচের বেষ্টনী স্থাপন করা হয়েছে।

৪.৭. বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন

জাদুঘরে মহান বিজয় দিবস ২০২৩, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪, জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধাচারবিষয়ক শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**৪.৭.১. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন ও অন্যান্য কর্মসূচি**

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকার বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। লিখিত এ কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

৪.৭.২. মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিন্দু শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী দেশের বীর সন্তানদের। এদিন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় বিজ্ঞান জাদুঘরের সমগ্র ক্যাম্পাস এবং একই সাথে সেদিন ফ্রি টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

৪.৭.৩. জাতীয় শিশু দিবসে বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন ২০২৪ উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে উৎসবমুখর পরিবেশে শিশু-কিশোরদের নিয়ে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিশু থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট তিনটি গ্রুপে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণসহ ফ্রি টিকিটে বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪.৮. প্রকাশনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার পাশাপাশি এর প্রচারণার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর নিয়মিত বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। তন্মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘নবীন বিজ্ঞানী’ নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এখানে দেশের তরুণ বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিজ্ঞান সম্পৃক্ত লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়, যা খুদে বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার অনন্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ’ নামে একটি বিশেষ প্রকাশনার চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ সালে জাদুঘরের নিজস্ব প্রকাশনা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নোক্ত দশটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল
১.	দর্পণ (নবম সংখ্যা)	আগস্ট ২০২৩
২.	বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২২-২৩	অক্টোবর ২০২৩
৩.	7 th RUSC National Science Fiesta 2023	অক্টোবর ২০২৩
৪.	হোয়াইট অরিজিন্স	নভেম্বর ২০২৩
৫.	দর্পণ (দশম সংখ্যা)	ডিসেম্বর-২০২৩
৬.	৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিবেদন	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৭.	অরবিটাল সাইন্স ম্যাগাজিন	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৮.	নবীন বিজ্ঞানী	এপ্রিল ২০২৪
৯.	দর্পণ (একাদশ সংখ্যা)	এপ্রিল ২০২৪
১০.	দর্পণ (দ্বাদশ সংখ্যা)	জুন ২০২৪

৪.৯. প্রশাসনিক কার্যক্রম

৪.৯.১. নিয়োগ ও পদোন্নতি

(ক) রাজস্বখাতে ২ ক্যাটাগরির পদে ২ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	নিয়োগকৃত জনবল
১।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১ জন
২।	গ্যালারী এ্যাটেনডেন্ট	১৮	১ জন

(খ) পদোন্নতিসংক্রান্ত তথ্যাদি : কর্মচারী পর্যায়ের ২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	মূল পদ ও গ্রেড	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ ও গ্রেড	সংখ্যা
১।	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৪)	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (১৩ গ্রেড)	১ জন
২।	অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)	গ্যালারী এ্যাটেনডেন্ট (গ্রেড-১৮)	১ জন

৪.৯.২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০২৩-২৪)	বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয়
আবর্তক অনুদান		
বেতন বাবদ সহায়তা	২,০৭,১০,০০০	১,৮২,০৩,৯৮৯
ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৮৭,৫৫,০০০	১,৬৬,০০১১৫
পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১০,৮০,২৭,০০০	৮,৮৩,১৩,০৬০
পেনশন ও অবসর সহায়তা	৮৪,৩০,০০০	৮২,৪২,০৭৯
বিশেষ অনুদান	৫,০০,০০,০০০	৪,৮২,৫৫,৫২৩
গবেষণা অনুদান	১২,০০,০০০	১১,৪৬,৩৩১
অন্যান্য অনুদান	৪,৩০,০০০	২,১১,৯৮০
যন্ত্রপাতি অনুদান	১,০০৭৩,০০০	১,০০০২,১০৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১০,৫০,০০০	৪,৮৭,২৮৫
অন্যান্য মূলধন অনুদান	৫,২৫,০০০	২,৬০,২০৯
সর্বমোট	২১,৯২,০০,০০০	১৯,১৭,২২,৬৭৬
কথায়	একুশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র	উনিশ কোটি সতেরো লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র

১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব
২. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স সোসাইটি
৪. বরগুনা সায়েন্স সোসাইটি
৫. বুয়েট রোবটিক্স সোসাইটি
৬. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ

বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিজ্ঞানসেবী সংগঠনগুলোর উদ্ভাবনী কাজে বিজ্ঞান জাদুঘর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে থাকে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৫.৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ

তীব্র দাবদাহ (Heatwave) পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে ছাতা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ গত মে, ২০২৪-এ ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর ও নরসিংদী-এর প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও এতিমখানার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার ছাতা বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। চীন থেকে আমদানিকৃত এ ছাতা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। উলেখ্য, ছাতা বিতরণকালে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশসম্মত জীবনযাপন নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়।

৬.০. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ

১৯৭৮ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত হয়ে আসছে। এ আয়োজন প্রথম পর্যায়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপেক্সে ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ’ আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকল্প উপস্থাপন, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতাসহ নানাবিধ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৬.১. ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশজুড়ে ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত হয়। সকল উপজেলা/থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা জুনিয়র গ্রুপে অংশগ্রহণ করে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সিনিয়র গ্রুপে এবং বেসরকারি বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীগণ ও উদ্ভাবনে আগ্রহী অপেশাদার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ গ্রুপে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সমগ্র দেশে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের এ আয়োজনের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান মেলা তথা প্রকল্প প্রদর্শনী, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায়। এতে অংশগ্রহণ করেছে প্রায় ৪ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।

৬.১.১. বিজ্ঞান মেলা

বিজ্ঞান প্রকল্প নিয়ে উপজেলা পর্যায়ের প্রতি গ্রুপ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রকল্প উপস্থাপনায় জেলা পর্যায়ে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপের প্রথম স্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীরা ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোট ৫৬৬টি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন সম্পন্ন করে।



৬.১.২. বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

দেশের সকল উপজেলার প্রতি গ্রুপে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারীগণ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। জেলার প্রতি গ্রুপে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীগণ ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোট ৫৬৬টি বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়।

৬.১.৩. বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

দেশের সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি উপজেলা হতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী তিন সদস্যবিশিষ্ট দলে মোট নয়জন বিজয়ী শিক্ষার্থী জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। একইভাবে জেলায় বিজয়ী তিনটি দল থেকে মোট নয়জন বিজয়ী শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ের কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি বিভাগ থেকে বিজয়ী ৩টি দল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশব্যাপী মোট ৫৬৭টি বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

৬.১.৪. ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তথ্য

উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিজয়ীদের নিয়ে ১১-১২ জুন, ২০২৪ তারিখ, ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের তালিকা নিম্নরূপঃ

৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-এর প্রকল্প মূল্যায়নে বিজয়ীদের তালিকা :

জুনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ও জেলা
প্রথম	Robotics System	মোঃ মুতাছিম বিলাহ	শরিফাবাদ স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী
দ্বিতীয়	Artificial Intelligence	মাহির আসিফ মাহিন	দারুল ইসলাম একাডেমী, জয়পুরহাট
তৃতীয়	AI Robot Thombro	MD. Washiun Alim	Sylhet Govt. Pilot High School, Sylhet
বিশেষ (১)	Myoelectric Prosthetic Hand	Safwanur Rahman	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
বিশেষ (২)	বায়ু দূষণ রোধ করার উপায়	তাহসিন রাইয়ান	কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
বিশেষ (৩)	স্মার্ট মাল্টিপারপাস ড্রোন	কাজী নওশাদ হাসান রাতুল	কুমারখালী মথুরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
বিশেষ (৪)	Ionic Thruster and Radar System	মোঃ আব্দুল্লাহ আল টিটু	উচাখিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
বিশেষ (৫)	One Stop	মোস্তাক শাহরিয়ার ও সাবিলুর রহমান	বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া

সিনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ও জেলা
প্রথম	Farming With Big Data	সাদমান সাকিব মাহি	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা
দ্বিতীয়	Artificial Photosynthesis	মোঃ ত্বাসীন ইমরোজ ও আব্দুল্লাহ আল বাশার	রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
তৃতীয়	Future of IoT and Automation	Md. Imtiaz Ahmed Nahid	Gazipur Cantonment Public School and College, Gazipur

বিশেষ (১)	Universal Pico Upgraded Version	পলাশ মন্ডল ও আহসান হাবীব	সরকারি ছাইদ আলতাফুল্লাহ কলেজ, জয়পুরহাট
বিশেষ (২)	Footstep Solar hybrid	পার্থ দাস	নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ
বিশেষ (৩)	স্মার্ট বাংলাদেশের প্রয়োজন নিরাপদ ভ্রমণ	মোস্তাক তাহমিদ	সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ
বিশেষ (৪)	ভেহিক্যাল এক্সিডেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম	আল আদেল	নরসিংদী ইনডিপেন্ডেন্ট কলেজ, নরসিংদী
বিশেষ (৫)	Our Child's Education Management App	মোঃ জিহাদ হোসেন	মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর

বিশেষ গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ও জেলা
প্রথম	AI Unmanned Aerial Vehicle (Octocopter Drone)	রাফি হোসাইন	নরসিংদী সাইন্স এন্ড রোবটিক্স ল্যাব, নরসিংদী
দ্বিতীয়	Design & Implementation of a Voice Based Automated Medicine Reminder Box with IoT Patient Health Monitoring for Old People & Hospital.	হাবিবুর রহমান সিরাজী ও তাহমিদ বিন জামাল	EsinE Tech Solution, চট্টগ্রাম
তৃতীয়	আধুনিক কৃষি যন্ত্র	মোঃ মেহেদী হাসান	পাবনা লগিক অটোমেশন, পাবনা
বিশেষ (১)	তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার	শান্ত পাল	ঘাগরা বিজ্ঞান ক্লাব, রাঙামাটি
বিশেষ (২)	Sign Language Detector	আল আরমান অভি এবং মোঃ তৌফিক আহম্মেদ	পুন্ডু ইউনিভার্সিটি, বগুড়া
বিশেষ (৩)	Saver City	আহনাফ বিন আশরাফ নাবিল	ফোটন বিজ্ঞান ক্লাব, নিয়াজ মুহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিশেষ (৪)	বন ও প্রকৃতির উপর সচেতনতা এবং স্মার্ট হোম অটোমেশন ও ফায়ার ফাইটার রোবট	মোঃ কাফি ইসলাম লিমন	বর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব, গাইবান্ধা
বিশেষ (৫)	রিসাইক্লিং পাস্টিক উইথ থ্রিডি প্রিন্টার	আল ইমরান	সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, টাঙ্গাইল

৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের তালিকা

জুনিয়র গ্রুপ

নাম	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও জেলা	মেধাক্রম
মোঃ নাজীব মাহমুদ	খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা	প্রথম
মোঃ নুরুজ্জামান খান	হাজীগঞ্জ সরকারী মডেল পাইলট হাই স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর	দ্বিতীয়



আব্দুল্লাহ আল সাজিদ	হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	তৃতীয়
মোঃ ফারহান মাহাদী উল আলম	নর্থল্যান্ড মডেল স্কুল, লালমনিরহাট	চতুর্থ
সাদমান আলীম নির্বর	পাবনা জিলা স্কুল, পাবনা	পঞ্চম

সিনিয়র গ্রুপ

নাম	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও জেলা	মেধাক্রম
ফাতেমা মারিয়া	নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	প্রথম
তাসনীম তাবাসসুম	সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ	দ্বিতীয়
মোঃ ওমর ফারহান	ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা	তৃতীয়
তাসলিমা তাসনিম লামিয়া	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	চতুর্থ
লাবিবা তাসনিম	গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর	পঞ্চম

৮ম বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা

মেধাক্রম	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থীদের নাম
প্রথম	খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা	মোঃ নাজীব মাহমুদ, এস. এম. তাওহীদ রেজা আসিফ ও অর্নব সাহা
দ্বিতীয়	পাবনা জিলা স্কুল, পাবনা	নাবিল হাসান, সাদমান আলীম নির্বর ও নাজমুল হুদা
তৃতীয়	তিলকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট	মোছাঃ ইশরাত জাহান ইশা, মোছাঃ নুসরাত জাহান তিশা ও মোঃ সাজিদ মাহমুদ

৭.০ আগামীর পথচলা

জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দেশব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার লক্ষ্য পূরণে অদম্য।

৮.০

ফটো গ্যালারী



চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মূল ভবন



চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের আওতাধীন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স



চিত্র: ৪০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম (জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স)



চিত্র: ৫০০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল (জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স)



চিত্র: ভার্সুয়াল রিয়্যালিটি (ভিআর) কর্নার



চিত্র: জাদুঘরের বহিরাঙ্গণে সবুজ লন চত্বর



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের ছাঁদে পিংক মুন পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প



চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা পরিবেশনার একটি দৃশ্য



চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা



চিত্র: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে
আম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী



চিত্র: চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীদের জন্য আম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী



চিত্র: বরগুণায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের প্রদর্শনী কার্যক্রমে দর্শনাথীরা



চিত্র: লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় প্রকল্প উপস্থাপনা





চিত্র: ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় প্রকল্প উপস্থাপনকারী প্রতিযোগীরা



চিত্র: ৮ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা



চিত্র: পারমাণু বিজ্ঞানের উপর বিশেষ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন বিভাগের সাব-রেজিস্ট্রারবৃন্দ



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনকারী একদল শিক্ষার্থী



চিত্র: গ্যালারি পরিদর্শনরত দর্শনার্থী



চিত্র: 'সাইবার নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ' শীর্ষক লার্নিং অধিবেশন



চিত্র: স্টেকহোল্ডারদের সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ



চিত্র: মহান বিজয় দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতীয় শহীদ মিনারে বিজ্ঞান জাদুঘরের শ্রদ্ধাঞ্জলি



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিপিএটিসি এর প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ



চিত্র: শিশুদের বিনোদনের জন্য সবুজ লন এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম



চিত্র: নতুন সংযোগিত শিশু পরিচর্যা ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার



চিত্র: জাদুঘরের গ্যালারি ও প্রশাসনিক গেটসংলগ্ন গার্ডেনে স্থাপিত কাঁচের বেষ্টনী



চিত্র: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কুইজ এবং বিজ্ঞান বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা



চিত্র: বিজয় দিবসের আলোকসজ্জায় সজ্জিত জাদুঘরের বহিরাঙ্গন



চিত্র: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা



চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজ লানে নতুন আগিকে 'প্রশান্ত সরোবর'